

# ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୋନୋଂସବ ବିଧି

[ଅଭିଷେକ ବିଧି, ବାହୁଧ୍ୟାନ, ସେନାମୋଳ ଏବଂ  
ବାହୁଧ୍ୟାନ ବିଧି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟା ମତ୍ର]



ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଉପାଧ୍ୟାୟ  
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାନ୍ୟମାନ ।

# শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি

[ অধিবাস বিধি, বহুৎসব, দেবদোল এবং ফল্লুদান বিধি ও ফর্দমালা সহ ]

বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ ও পূজাপদ্ধতি গ্রন্থ প্রণেতা  
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক সংকলিত ও  
শ্রীশক্তিপদ চক্রবর্তী কর্তৃক সংশোধিত।

 বৈণীমাধব শীলগলাইবেরা

১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট  
কলকাতা-৭০০ ০০১

মূল্য : ৪০.০০ টাকা

## সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অধিবাস বিধি.....	৫	পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (ত্রিবেদীয়) ১৫-১৬		প্রধান পূজা .....	৪০-৪৫
অধিবাস ক্রিয়া ও আচমন .....	৬	গণেশাদির পূজা .....	১৭-২১	লক্ষ্মীর ধ্যান, পূজা ও প্রণাম মন্ত্র .....	৪৬
বিষ্ণুস্মরণ .....	৬	অধিবাস সম্পর্কে জ্ঞাতব্য .....	২১	আবরণ দেবতাগণের পূজা .....	৪৬
হস্তিবাচন .....	৭	প্রশস্তিপাত্র বন্দনম্ .....	২২	হোমবিধি .....	৪৭
হস্তিসূক্ত (ত্রিবেদীয়) .....	৮	অধিবাস মন্ত্রাঃ (ত্রিবেদীয়) ..	২২-৩৩	বহুৎসব বিধি .....	৪৯
সাক্ষ্যমন্ত্র ও সঙ্কল্প .....	৯	কৃষ্ণ বিবরক ভূতশুদ্ধি .....	৩৩	অগ্নিহোমধারণ .....	৫১
সঙ্কল্পসূক্ত (ত্রিবেদীয়) .....	১০	প্রাণারাম .....	৩৩	বৈগুণ্য সমাধান .....	৫১
সামান্যার্ঘ্য স্থাপন .....	১০	মাতৃকান্যাস .....	৩৪	দেবদোল .....	৫২
দ্বার পূজা .....	১১	ঋষ্যাদিন্যাস .....	৩৫	ফলচূর্ণ (আবীর) দান .....	৫৭
বিদ্যাপসারণ .....	১২	পীঠন্যাস .....	৩৫	বিষ্ণুর দ্বাদশনাম স্তোত্রম্ .....	৬১
মাবতত্ত্ববলি .....	১২	অঙ্গন্যাস ও করন্যাস .....	৩৬	প্রার্থনা মন্ত্র .....	৬২
ভূতাপসারণ ও আসনশুদ্ধি .....	১৩	গোবিন্দের ধ্যান .....	৩৬	দক্ষিণাস্ত্র .....	৬৩
গুরুপবিত্র প্রণাম .....	১৪	মানসপূজা .....	৩৭	অগ্নিহোমধারণ .....	৬৪
পুষ্পশুদ্ধি ও করশুদ্ধি .....	১৪	বিশেষার্ঘ্য স্থাপন .....	৩৭	বৈগুণ্য সমাধান .....	৬৪
পঞ্চগব্য শোধন ও প্রমাণম্ .....	১৫	পীঠদেবতার পূজা .....	৩৮	ফলদমালা .....	৬৪



## ॥ শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি ॥

পূর্ণিমা দিবসে দোলযাত্রা উৎসব হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ণিমা হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ছয় তিথিতেই দোলফরা করা হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। আমাদের দেশে তাহাই করা হইয়া থাকে। এই তিথিগুলির মধ্যে পূর্ণিমার দোলোৎসবই প্রশস্ত। সারা ভরতবর্ষব্যাপী এই দিনটিই দোলযাত্রা হিসাবে পালন করা হইয়া থাকে। দোলযাত্রার পূর্বদিন অধিবাসাদি এবং বহুৎসব করিতে হয়। চলতি কথায় একে ‘চাঁচর’ বলা হয়। সংস্কৃতে বহুৎসব এবং সাধারণের কাছে এটি ‘নেড়াপোড়া’ নামে অভিহিত।

অধিবাস বিধি—প্রথমে পূর্ণ ঘট, কমলীবৃক্ষ এবং ধ্বজ-পতাকাদি ও বৃক্ষশাখা ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত চতুর্দ্বারবিশিষ্ট দোলমণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়া শ্রীগোবিন্দের অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা রাধাগোবিন্দের যুগল মূর্তি বা শ্রীকৃষ্ণ মূর্তির চিত্র বা প্রতিষ্ঠিত মূর্তি অথবা শালগ্রাম শিলা পঞ্চগুণ্ডি দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদল পদ্মোপরি বসাইবেন। দোলমন্ডের পূর্বদিকে বিশুদ্ধ স্থানে অথবা গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কৃত স্থানে বাঁশ, খড় প্রভৃতির দ্বারা একটি বেড়ার কুটির নির্মাণ করিয়া রাখিবেন। আতপ চাউল চূর্ণ করিয়া জল দ্বারা মাখিয়া তদ্বারা অথবা ক্ষীর মাখিয়া তদ্বারা

৯ একটি মেঘ পুতলিকা কিংবা জীবন্ত একটি মেঘ রাখিবেন। অতঃপর পূজক আসনে বসিয়া অধিবাস ক্রিয়াদি করিবেন।

অধিবাস ক্রিয়া—সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্বক পূর্ব নির্মিত দোলমণ্ডপে উপস্থিত হইয়া শুদ্ধাসনে পূর্ব বা উত্তরমুখে বসিয়া আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

আচমন—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণহস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জল গণ্ডুষ গ্রহণ করিয়া তিন বার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন—“ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।” অতঃপর হস্ত প্রক্ষালন পূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করযোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ তদ্বিষেণ পরমং পদম্, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥ ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বৈ সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥ শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ। স্মৃতি সকল কল্যাণং ভাজনং যত্র জায়তে। পুরুষঃ স্তমজঃ ভজামি স্মরণং হরিঃ ॥ ওঁ শঙ্খচক্রগদাপাণে দ্বারবিময়াচ্যুত। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং রক্ষ মাং শরণাগতঃ ॥ ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়েৎ। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥” অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।



স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক স্বস্তিবাচন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফল্লৎসব\* কর্ম্মাসীভূত শুভগন্ধাদিবাসন কর্ম্মাণি, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফল্লৎসব কর্ম্মাসীভূত শুভগন্ধাদিবাসন কর্ম্মাণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফল্লৎসব কর্ম্মাসীভূত শুভগন্ধাদিবাসন কর্ম্মাণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্॥” এইরূপে স্বস্তিবাচন করিয়া তাম্রপাত্রের (কুশীর) আতপ চাউলগুলি বিকিরণ করিতে করিতে স্ব-স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করিবেন।

\* ফল্ল + উৎসব (উ + উ = উ) = ফল্লৎসব।

৮ স্বস্তিসূক্ত (সামদেবীয়)—“ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমম্বারভামহে। আদিতং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (যজুবেদীয়)—“ওঁ স্বস্তি নঃ ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ, স্বস্তি নস্তার্ক্যোহরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নোবৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ গণানাত্তা গণপতিগুঁ হবামহে, প্রিয়ানাত্তা প্রিয়পতিগুঁ হবামহে, নিধীনাত্তা নিধীপতিগুঁ হবামহে, বসো মম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

স্বস্তিসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ। স্বস্তি দেব্যাদিতিরণব্বগঃ, স্বস্তি পৃষা অসুরোদধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাভা পৃথিবী সুচেতুনা ॥ ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহে, সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ওঁ বিশ্বেদেবাঃ নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবাঃ অবান্তুভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্ত্বং হসঃ ॥ ওঁ স্বস্তি নো মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতী। স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি ॥ ওঁ স্বস্তি পশ্চামনুচরেম, সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতায়তা, জানতা সংগমেমহি ॥ ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং বায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিত্রসখং সমৎসু বৃহদ্যশো নাবমিবা রুহেম ॥ ওঁ অংহো মুচমাসিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্যম্। প্রযতপাণিঃ শরণ্যং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেষ্শভয়ং নো অস্তু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥” অতঃপর সান্ধ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।



সাস্ক্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ্য—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যোভূতান্যহরুপা পবনোদিকপতি-



ধেনুমুদ্রা



অবগুণ্ঠনমুদ্রা



মৎস্যমুদ্রা



অধুশমুদ্রা

ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মণং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥” অতঃপর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, তুলসী, কুশ ত্রিপত্র, হরীতকী ও পুষ্পাদি লইয়া দক্ষিণ করতলে রাখিয়া বামহস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করিবেন। যথা—

“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (ফাল্গুনে মাসি বা) অমুকে পক্ষে (পূর্ণিমা বা যে তিথি তাহা উল্লেখ্য) অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বা দাসঃ) শ্রীগোবিন্দ শ্রীতিকামঃ স্বঃ কৰ্ত্তব্য শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণ বহুৎসব কৰ্ম্মাসভূত শুভ গন্ধাদিভিরধিবাসন কৰ্ম্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)। এইরূপে সঙ্কল্প



১. বাক্য পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ কুশীর জল ভূমিতে দিয়া বুশীটি উপর করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দিয়া

স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন।

সঙ্কল্পসূক্ত (সামবেদীয়)—“ওঁ দেবোবো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্টাসিচম্। উদ্বামিঞ্চঃ স্বমুপ  
বা প্ণঞ্চ মাদিদ্বোদেব ওহতে ॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (যজুর্বেদীয়)—“ওঁ যজ্ঞাগ্রাতোদূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি।  
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃশিবসঙ্কল্পমস্তু ॥”

সঙ্কল্পসূক্ত (ঋগ্বেদীয়)—“ওঁ যাওঁ গুর্যা সিনীবালী যা রাকা সরস্বতী। ইন্দ্রানীমহু উতয়ে  
বরুণানীং স্বস্তয়ে ॥” অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—সন্মুখের ভূমিতে জলদ্বারা নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তদুপরি  
বৃত্ত, তদুপরি চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধ-  
পুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ কুর্মায়ে নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যে নমঃ।”  
এইরূপে পূজাপূর্বক “ফট্” মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালন করিয়া মণ্ডলে স্থাপন করিয়া “ওঁ” মন্ত্রে কোশা  
জলপূর্ণ করিয়া কোশার অগ্রে পুষ্প-দুর্বার্গতাদির দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া তদুপরি ধেনুমুদ্রা,

অবগুণ্ঠন মুদ্রা ও মৎস্য মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অক্ষুণ্ণ মুদ্রায় তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥” অতঃপর মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া “ওঁ” মন্ত্র তদুপরি দশবার জপ করিবেন। অতঃপর “ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল কুশোদক দ্বারা পূজোপকরণ এবং নিজেকে অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বার পূজা করিবেন।

দ্বার পূজা—“ফট্” মন্ত্রে সামান্যার্ঘ্যের জল দ্বারা দ্বারদেশ অভ্যক্ষণ করিয়া দ্বারদেবতাগণের —“ওঁ দ্বারদেবতাঃ ইহ গচ্ছত, ইহ গচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সন্নিধ্যত্ব, ইহ সন্নিরুধ্যত্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহীত ॥” মন্ত্রে আবাহন করিয়া গন্ধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্য নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐং সরস্বতৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বিদ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।” অসামর্থ্যে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে একত্রে

পূজা করিয়া বিদ্বাপসারণ করিবেন।



২ বিঘ্নাপসারণ—“ওঁ” বা “ক্লীং” মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দিব্যবিঘ্ন, “অস্ত্রায় ফট্” মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন এবং বামপদের গোড়ালী দ্বারা ভূমিতে তিন বার আঘাত করিয়া ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করিয়া মাষভক্তবলি প্রদান করিবেন।

মাষভক্তবলি—ভূমিতে জল দ্বারা ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তদুপরি কদলীপত্রে অথবা নূতন মৃন্ময় পাত্রে মাষকলাই, আতপ তণ্ডুল ও দধি মিশ্রিত করিয়া সাজাইয়া আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা ভূতগণের আবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাদয় ইহ গচ্ছত, ইহ গচ্ছত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ তিষ্ঠত, ইহ সন্নিধ্যন্ত, ইহ সন্নিরুধ্যধ্বম্, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহীতঃ।” এইরূপে আবাহনপূর্বক— “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়া মাষভক্তবলি উৎসর্গ করিবেন। যথা— বামহস্তে মাষভক্তবলি স্পর্শ করিয়া—“এতস্মৈ বং মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষণ্বে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া অর্চনাতে—“এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া করযোড়ে বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ ভূতাঃ

বিধি  
দ্বিতীয়াংশে



প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্ণন্তু ময়াদন্ত বলিরেষ প্রসাধিতঃ। পূজিতা গন্ধ-  
পুষ্পাদৈকলিভিঃ স্তূপিতা স্তুথা। দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥”

ভূতাপসারণ—অতঃপর এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।” মন্ত্রে  
জলগণ্ডুষ দিয়া কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ গ্রহণ করিয়া “ফট্” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্র  
পাঠপূর্ব্বক চতুর্দিকে বিকিরণ করিবেন। মন্ত্র, যথা—“ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভুবি  
সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্জয়া ॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।  
অপসর্পন্তুতে সর্ব্বে নারসিংহেন তাড়িতা ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদৈকলিভিঃ স্তূপিতা স্তুথা।  
দেশাদস্মাৎ বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥” অনন্তর আসনশুদ্ধি করিবেন।

আসনশুদ্ধি—“ওঁ ফট্” মন্ত্রে কিঞ্চিৎ শ্বেতসর্ষপ আসনে দিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ  
সর্ব্ববিঘ্নানুৎসারয় হুং ফট্ স্বাহা।” অতঃপর আসনের নিম্নে জল দ্বারা একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া  
তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।” অতঃপর  
আসন স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন—“অস্য আসনোপবেশন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ  
কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বৎ

২ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্॥” তৎপরে গুরুপংক্তি প্রণাম করিবেন।



গুরুপংক্তি প্রণাম—“(বামে)—ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ। (দক্ষিণে)—ওঁ গণেশায় নমঃ। (উর্দ্ধে)—ওঁ ব্রহ্মাণে নমঃ। (অধঃ)—ওঁ অনন্তায় নমঃ। (পশ্চাৎ)—ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। (মধ্যে)—ওঁ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় নমঃ।” অতঃপর পুষ্পশুদ্ধি করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—“ওঁ পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক্ সম্বন্ধায় হুং” মন্ত্রে পুষ্পে কুশোদক দিয়া নারাচমুদ্রায় পুষ্প স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবেন। যথা—  
“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা ॥”



নারাচমুদ্রা

করগুহি—একটি সচন্দন পুষ্প লইয়া উভয় করতলে পেষণপূর্বক আঘ্রাণ করতঃ “হেঁসৌ” মন্ত্রে ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবেন।

অতঃপর যদি প্রতিমা পূজা হয়, তাহা হইলে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে ঘটস্থাপনাদি ক্রিয়া করিবার আয়োজন হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা খুবই বিরল। সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহে বা শালগ্রাম শিলায় পূজা করা হইয়া থাকে। তজ্জন্য এখানে তাহা নিষ্প্রয়োজন বোধে দেওয়া হইল না।

পঞ্চগব্য শোধন—স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে পঞ্চগব্য শোধন করিয়া দোলমণ্ডপাদিতে ছিটাইয়া দিবেন।

পঞ্চগব্য প্রমাণম্— গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধিমপিঃ কুশোদকম্।

পঞ্চগব্যমিদং প্রোক্তাং বিধেয়ং সৰ্ব্বকৰ্ম্মেষু ॥

অর্থাৎ—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত এবং কুশোদক। ইহাই পঞ্চগব্য এবং সৰ্ব্বকৰ্ম্মে ইহা বিধেয়।

পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (সামবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্যা সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ ॥” দুগ্ধ—“ওঁ গব্যোষুগো যথা পুরশ্বয়োত রথয়া। রবিবস্যা মহোনাম্ ॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং জিষেগরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র গ আয়ুংসি তারিষৎ ॥” ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥” কুশোদক—“ওঁ দ্যৌরাপঃ কণিক্রদৎ সিক্কোরাপো মরুতঃ। মাদয়ন্তাং ঘর্ম্মজ্যোতিঃ ॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক

১৫ সমস্ত একীকরণ করিবেন।



২ পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (যজুবেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গন্ধদ্বারাং  
দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ত্বামিহোপহুয়ে শ্রিয়ম্॥” দুগ্ধ—“ওঁ  
আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্যম্। ভবাবাজস্য সঙ্গমে॥” দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং  
জিঘেরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ৭ আয়ুংসি তারিষৎ॥” ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি  
শুক্রমস্যমৃতমসি ধাননামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি॥” কুশোদক—“ওঁ দেবস্য ত্বা  
সবিতুঃ প্রসবেহশ্বিনোর্কাহভ্যাং পুষেগ হস্তাভ্যামাদদে।” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত  
একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধন মন্ত্র (ঋগ্বেদীয়)—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—“ওঁ গাবশ্চিদ্বা  
সমন্যবঃ সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ॥” দুগ্ধ—“ওঁ আপো অদ্যাস্বচারিষং  
রসেন সমগস্মহি। পয়স্বানগ্ন আ গহি, তং মা সংসৃজ বর্চসা॥” দধি—“ওঁ উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ  
সমগ্নিমিদ্ধং বহবঃ সনীড়াঃ। দধিক্রাগ্নিমুযসঞ্চ দেবীমিদ্রাবতোহবসে নিহুয়ে বঃ॥” ঘৃত—“ওঁ  
অগ্নিরশ্মি জন্মনা জাতবেদা, ঘৃতং মে চক্ষুরমৃতং ম আসন্। অর্কস্ত্রিধাতু রজসো বিমানোহজস্রো  
ঘর্ম্মো হবিরশ্মিনাম্॥” কুশোদক—“ওঁ যোগে যোগে তবস্তরং, বাজে বাজে হবামহে। সখায় ইন্দ্রমূতয়ে  
(আয়ুষে প্রজায়ৈ)॥” অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্বক সমস্ত একীকরণ করিবেন।

পঞ্চগব্য শোধনপূর্বক শালগ্রাম শিলায় গণেশাদির ধ্যানান্তে পূজা করিবেন।  
গণেশের ধ্যান—

“ওঁ খব্বং স্থূলতনুং গজেদ্রবদনং

লম্বোদরং সুন্দরম্।

প্রস্যন্দন্যদগন্ধলুপ্ত মধুপ-

ব্যালোল্ গণ্ডস্থলম্॥

দন্তাঘাতবিদারিতারি-

রুধিরৈ সিন্দূর শোভাকরম্।

বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং

সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥”

এইরূপে ধ্যানপূর্বক—“এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ গাং গণেশায়  
নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ গাং  
১৫ গণেশায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্বক প্রণাম করিবেন।

দোলোৎসব-২



প্রণাম মন্ত্র—

“ওঁ দেবেন্দ্র মৌলিমন্দার মকরন্দ কণারুণা।  
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বং চরণাম্বুজ রেণবঃ॥”

সূর্য্যের ধ্যান—

“ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং,  
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।  
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাজৈঃ,  
স্মাণিক্যমৌলিমরুণাগরুচিং ত্রিনেত্রম্॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।  
এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।”  
এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজাপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র—

“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।  
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥”

নারায়ণের ধ্যান—

“ওঁ ধ্যেয়ঃ সদাসবিত্তমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,  
নারায়ণম্ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।

কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটীহারী,  
হিরণ্ময়বপুর্ধত শঙ্খচক্রঃ ॥”

ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে  
নারায়ণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ  
এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজান্তে প্রণাম করিবেন

প্রণাম মন্ত্ৰ— “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

শিবের ধ্যান— “ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং

চারুচন্দ্রাবতংসং।

রত্নাকল্লোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুম্ভগবরা-

ভীতিহন্তং প্রসন্নম্ ॥

পদ্মাসীনং সমন্তাং স্তুতমমরগণৈঃ,

ব্যাস্কৃতিং বসানং।



বিশ্বাদ্যং বিশ্বাবীজং নিখিলভয়হরং  
পঞ্চবক্রং ত্রিনেত্রম্ ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।  
এতৎ সচন্দন বিল্বপত্রম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ নমঃ  
শিবায় নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।” এইক্রমে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম  
করিবেন।

প্রণাম মন্ত্ৰ—

“ওঁ নমো শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে।  
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ ॥”

জয়দুর্গার ধ্যান—

“ওঁ কালাভাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং  
মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং।  
শঙ্খাং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈঃ  
রুদ্ধহস্তীং ত্রিনেত্রাম্ ॥  
সিংহকন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুনমখিলং  
তেজসাপূরয়ন্তীম্।

ধ্যায়েদুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাম্,  
সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ ॥”

ধ্যানান্তে—“এষ গন্ধঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।  
এষ ধূপঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। এতন্মৈবেদ্যম্ হ্রীং ওঁ জয়দুর্গায়ৈ  
নমঃ।” এইরূপে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্ৰ— “ওঁ সৰ্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে শিবে সৰ্ব্বার্থসাধিকে।  
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥”

অতঃপর গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি  
নবগ্রহেভ্যো নমঃ।” এইক্রমে—“ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ। ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো  
নমঃ। ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ। ওঁ বাস্তুদেবতায়ৈ নমঃ। ওঁ ইষ্টদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ  
কুলদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ প্রত্যক্ষদেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ গ্রাম্যস্থ দেবদেবীভ্যো নমঃ। ওঁ সৰ্ব্বেভ্যো  
দেবেভ্যো নমঃ। ওঁ সৰ্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজা করিয়া অধিবাস ক্রিয়া করিবেন।

অধিবাস সম্পর্কে জ্ঞাতব্য—অধিবাস কার্যে যথারীতি সঙ্কল্প ও সূক্তাদি পাঠ করিয়া  
৯ প্রথমতঃ গন্ধ, তৈল, হরিদ্রা লইয়া—“অনেন গন্ধেন অস্য (বা অস্যা) শ্রীঅমুক দেবতয়াং



২ শুভাধিবাসনমস্তু।” এই মন্ত্রে দেবতার ললাটে দিয়া, তৎপরে প্রশস্তিপাত্র বন্দনানুসারে যথাযথ প্রতিটি দ্রব্যের মন্ত্র পাঠপূর্বক অধিবাস করিবেন।

প্রশস্তিপাত্র বন্দনম্—মহী-গন্ধ-শিলা-ধান্য-দূর্বা-পুষ্প-ফলং-দধি। ঘৃত স্বস্তিক সিন্দূর শঙ্খ কজ্জল রোচনাঃ ॥ সিদ্ধার্থং কাঞ্চনং রৌপ্যং তাম্রশ্চামরদর্পণম্। দীপঃ প্রশস্তি পাত্রঞ্চ বন্দয়েচ্ছুভ-কর্মসু ॥

অর্থাৎ—মহী (মৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা (এক খণ্ড পাথর বা নুড়ি), দূর্বা, পুষ্প, ফল (অখণ্ড কলাছড়া), দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (শ্রী), সিন্দূর, শঙ্খ, কজ্জল, (কাজল), রোচনা (গোরোচনা অভাবে হরিদ্রা), সিদ্ধার্থ (শ্বেত সরিষা), কাঞ্চন (স্বর্ণ), রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ—ইহাই প্রশস্তিপাত্রের অর্থাৎ বরণডালার দ্রব্য এবং সর্ব শুভকর্মে প্রশস্ত।

সামবেদীয় অধিবাস মন্ত্রাঃ—মহী—“ওঁ মহি ত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষং মিত্রস্যার্য্যম্নঃ। দুরাধর্যং বরণস্য ॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্য শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য শুভাধিবাসনমস্তু ॥” [সর্বত্র এই প্রকার হইবে]

গন্ধ—“ওঁ ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি মনোদানায় চোদয়ন্ ॥ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥”

শিলা (পাথর)—“ওঁ বিত্বদাপো ন পর্বতস্য পৃষ্ঠাদুক্থেভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ। তং ত্বা গিরঃ  
সুস্থিতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি॥”

ধান্য (ধান)—“ওঁ ধানাবন্তং করন্তিণ মপূপবন্তমুক্থিনম্। ইন্দ্রপ্রাতজ্জ্বষস্য নঃ। ওঁ অনেন  
ধান্যেন ইত্যাদি॥”

দূর্বা—“ওঁ যজ্ঞাগ্রতো অপূর্বা মঘবন্ বত্রহত্যায। তৎপৃথিবীমপ্রথয় স্তদন্তুভনা উতো দিবম্॥  
ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া ইত্যাদি॥”

পুষ্প—“ওঁ পাবমান ব্যশুহি রশ্মিভির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীৰ্য্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন  
ইত্যাদি॥”

ফল—“ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎপার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃঘাতা শ্রবসশ্চ কাম  
আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি॥”

দধি (দই)—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরৎ প্র গ  
আয়ুংবি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্বা ইত্যাদি॥”

ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা  
৯ বিহ্বতিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি॥”



১৪ স্বস্তিক (শ্রী)—“ওঁ স্বস্তি ন ইদ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূবা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো  
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি ॥”

সিন্দূর—“ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তুমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভনতে ॥ ওঁ অনেন  
সিন্দূরেণ ইত্যাদি ॥”

শঙ্খ—“ওঁ স সুষে যো বসুনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাম্। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ওঁ অনেন  
শঙ্খেণ ইত্যাদি ॥”

কজ্জল (কাজল)—“ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে ক্রতুন্। রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে ॥ ওঁ অনেন  
কজ্জলেণ ইত্যাদি ॥”

রোচনা—“ওঁ অধজগো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়াবর্দ্ধস্য তস্মা গিরা মমা জাতা  
সূক্রতো পূণ ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি ॥”

সিদ্ধার্থ—“ওঁ এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তুষে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ওঁ অনেন  
সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ তং গূর্ধ্বয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধন্নিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥ ওঁ অনেন  
কাঞ্চনেণ ইত্যাদি ॥”

শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি

রৌপ্য—“ওঁ যদ্বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামুতঃ। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সংসৃজা-  
মসি ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥”

তাম্র (তামা)—“ওঁ বহ্নহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাং অসি। মহন্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহা  
দেব মহাং অসি ॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি ॥”

চামর—“ওঁ বাত আ বাতু ভেবজং শল্লু ময়োভু নো হদে। প্রণ আয়ুংসি তারিষৎ ॥ ওঁ অনেন  
চামরেণ ইত্যাদি ॥”

দর্পণ—“ওঁ অদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ওঁ অনেন  
দর্পণেন ইত্যাদি ॥”

দীপ—“ওঁ আয়ুর্জ্যোতিঃ রবিজ্যোতিঃ। উহো বা এবার্ক জ্যোতিঃ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি ॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ উদ্যল্লোকানরোচয়ঃ। ইমাল্লোকানরোচয়ঃ। প্রজাভূতমরোচয়ঃ। বিশ্বভূত-  
মরোচয় ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি ॥”

মাঙ্গল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং  
স্বরিত্রামনাগমশ্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ ইত্যাদি ॥” মন্ত্রে বিগ্রহ স্থলে

২৫ দক্ষিণ হস্তে অথবা শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তের উদ্দেশ্যে দিবেন।



যজুবেদীয় অধিবাস মন্ত্ৰাঃ—অধিবাস ক্রিয়া সমস্তই সামবেদীয় ক্রিয়ার ন্যায় হইবে।  
কেবলমাত্র মন্ত্ৰগুলি পৃথক্। এখানে তাহা দেওয়া হইল।

মহী (মৃত্তিকা)—“ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ,  
পৃথিবীং দৃণ্ডং পৃথিবীং মা হিণ্ডসী ॥ ওঁ অনয়া মহ্যা শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য শুভাধিবাসনমস্তু।” (সর্বত্র  
প্রতিটি দ্রব্যে এইরূপ হইবে।)

গন্ধ—“ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্ ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং ভূমিহোপহুয়ে  
শ্রিয়ম্ ॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥”

শিলা—“ওঁ প্রস্তরেণ পরিধিনাং সূচা বেদ্যা চ বর্হিবা। ঋচেমং যজ্ঞং নো নয় স্বর্দেবেষু গন্তবে ॥  
ওঁ অনয়া শিলয়া ইত্যাদি ॥”

ধান্য—“ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্ ॥ ওঁ  
অনেন ধান্যেন ইত্যাদি ॥”

দূর্বা—“ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুযঃ পরুযস্পরি। এবা নো দূর্বে প্রতনু সহশ্রেণ  
শতেন চ ॥ ওঁ অনয়া দূর্বয়া ইত্যাদি ॥”

যজুবেদীয়  
অধিবাস  
মন্ত্ৰাঃ

পুষ্প—“ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পদ্ম্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্।  
ইঞ্চনিষাণামুন্ম ইষাণ, সৰ্বলোকম্ ইষাণ ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন ইত্যাদি ॥”

ফল—“ওঁ যাঃ ফলিনীৰ্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতাত্মা নো মুঞ্চত্বং  
ওঁহসঃ ॥ ওঁ অনেন ফলেন ইত্যাদি ॥”

দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং জিষোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরং প্র গ আয়ুংসি  
তারিষৎ ॥ ওঁ অনয়া দধ্বা ইত্যাদি ॥”

ঘৃত—“ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥ ওঁ  
অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি ॥”

স্বস্তিক (শ্রী)—“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পৃষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্যো  
অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন ইত্যাদি ॥”

সিন্দূর—“ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো, বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহুঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুঘো  
ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নশ্মিভিঃ পিষমানঃ ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি ॥”



১৮

শঙ্খ—“ওঁ পুণ্যস্ত্বং শঙ্খ পুণ্যানাং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্। বিষ্ণুনা বিধৃতো নিত্যমতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ  
মে ॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ স্বর্ণঘর্ম্মঃ স্বাহা স্বর্ণার্কঃ স্বাহা স্বর্ণশুক্রঃ স্বাহা। স্বর্ণজ্যোতিঃ স্বাহা, স্বর্ণসূর্য্যঃ  
স্বাহা ॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন ইত্যাদি ॥”

রৌপ্য—“ওঁ অক্ষরপংক্তিচ্ছন্দঃ, পদপংক্তিচ্ছন্দঃ। ক্ষরোব্রজচ্ছন্দঃ আচ্ছন্দঃ প্রচ্ছন্দঃ সংচ্ছন্দো  
বিয়চ্ছন্দঃ ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥”

তাম্র—“ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ উত বভ্রঃ সুমঙ্গলঃ। মে চৈনং রুদ্রা অভিহিতো দিকৃ শ্রিতাঃ  
সহস্রশোহবৈবাং হেড় ঈমহে ॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি ॥”

দীপ—“ওঁ মনোজুতির্জুযতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু  
বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোঁ প্রতিষ্ঠ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি ॥”

দর্পণ—“ওঁ আকৃষেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্তঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা  
দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ওঁ অনেন দর্পণেন ইত্যাদি ॥”

খড়্গা—(ইহা যজুর্বেদীয় পক্ষে বিশেষ)—“ওঁ অসির্বিংশমনঃ খড়্গাতীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।  
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোহস্তুতে ॥ ওঁ অনেন খড়্গেন ইত্যাদি ॥”

বরাহদশন—“ওঁ খড়্গো বৈশ্বদেবঃ শ্বাক্ষঃ কর্ণো গর্দভস্তরক্ষুস্তে রক্ষসামিদ্ৰায় শূকরঃ  
সিংহো মারুতঃ কুকলাসঃ পিপ্লকা শকুনিস্তে শরব্যায়ৈ বিশ্বেষাং দেবানাং পৃথতঃ ॥ ওঁ অনেন  
বরাহদশনেন ইত্যাদি ॥”

বিশেষ জ্ঞাতব্য—বিষ্ণু পূজাদির বিষয়ে অধিবাসে খড়্গা এবং বরাহদশনের স্থলে উভয় ক্ষেত্রে  
দুষ্ক প্রয়োগ হইবে। দুষ্কের মন্ত্র দেওয়া হইল—

দুষ্ক—“ওঁ আ প্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গথে ॥ ওঁ অনেন দুষ্কেন  
ইত্যাদি ॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা। সম্পদসি সম্পদে ত্বা,  
তেজোহসি তেজসে ত্বা ॥ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি ॥”

মাঙ্গল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং  
স্বরিত্রামনাগমশ্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্যসূত্রেণ ইত্যাদি ॥” মন্ত্র পাঠপূর্বক  
বিগ্রহের দক্ষিণ হস্তে অথবা বিগ্রহ না থাকিলে শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তোদ্দেশ্যে  
প্রদান করিবেন।



৪ অশ্বেন্দ্রীয় অধিবাস যন্তাঃ—ক্রিয়াদি একই প্রকার শুধুমাত্র মন্ত্র পৃথক, তাহা এখানে প্র  
ইল।

মহী—“ওঁ মহি ত্রীণামবরস্ত দ্যক্ষং মিত্রম্যার্যন্নঃ। দুরাধর্মং বরুণস্য ॥ ওঁ অনরা মহ্যা শ্রীভগবদ্  
গোবিন্দস্য শুভাধিবাসনমস্তু ॥” (সর্বত্র এইরূপ হইবে।)

গন্ধ—“ওঁ অনর্ষিরাতিং বনুদামুপস্তুহি ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য বিধতো ন রোবতি  
মনোদানায় চোদয়ন্ ॥ ওঁ অনেন গন্ধেন ইত্যাদি ॥”

শিলা (প্রস্তর খণ্ড)—“ওঁ ইন্দ্রপর্বতা বৃহতা রথেন রয়ীরিষ আ বহতাং সুবীরাঃ ॥ অনরা শিলরা  
ইত্যাদি ॥”

দধি—“ওঁ দধিক্রাবনো অকারিষং, জিষেগরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরং প্র ৭ আয়ুর্ঘ  
তারিষৎ ॥ ওঁ অনরা দধ্বা ইত্যাদি ॥”

ঘৃত—“ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োকী, পৃথ্বি মধুদুগ্ধে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্মণ  
বিদ্ধভিতে অজরে ভুরিরেতসা ॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন ইত্যাদি ॥”

স্বস্তিক—“ওঁ স্বস্তি সোমো অয়ং সুতঃ পিবন্ত্যস্য মরুতঃ। উত স্বরাজ্যে অস্থিনা ॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন  
ইত্যাদি ॥”

সিন্দূর—“ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্রাসে পতয়ন্তুমুক্ষণং। হিরণ্য পাবাঃ পশুমপ্সুগৃভণতে ॥ ওঁ অনেন সিন্দূরেণ ইত্যাদি ॥”

শঙ্খ—“ওঁ স সুম্বে যো বসূনাং যো রায়ামানেতা য ইড়ানাং। সোমো যঃ সুক্ষিতীনাম্ ॥ ওঁ অনেন শঙ্খেণ ইত্যাদি ॥”

কঙ্কল—“ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে। ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে ॥ ওঁ অনেন কঙ্কলেন ইত্যাদি ॥”

রোচনা—“ওঁ অধজগো অধ বা দিবো বৃহতো রোচনাদধি। অয়াবর্ধস্য ত্বয়া গিরা মমা জাতা সুক্রতো পৃণ ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া ইত্যাদি ॥”

সিদ্ধার্থ (শ্বেত সরিষা)—“ওঁ এষো উষা অপূর্ব্যা ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবঃ। স্তবে বামশ্বিনা বৃহৎ ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন ইত্যাদি ॥”

কাঞ্চন—“ওঁ তং গূর্ধ্বয়া স্বর্ণরং দেবাসো দেবমরতিং দধম্বিরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে ॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেণ ইত্যাদি ॥”

রৌপ্য—“ওঁ যদ্বর্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চো গবামুতঃ। সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চস্তেন মা সংসৃজামসি ১ ওঁ অনেন রৌপ্যেন ইত্যাদি ॥”



৯

তাত্র—“ওঁ বন্মহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাং অসি। মহন্তে সতো মহিমা পনিষ্টম মহা দেব  
মহাং অসি ॥ ওঁ অনেন তাম্রেণ ইত্যাদি ॥

চামর—“ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শল্লু ময়োভু নো হৃদে। প্রণ আয়ুংষি তারিষৎ ॥ ওঁ অনেন  
চামরেণ ইত্যাদি ॥”

দর্পণ—“ওঁ অদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরং। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ওঁ অনেন  
দর্পণেন ইত্যাদি ॥”

দীপ—ওঁ মনোজুতির্জুযতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু  
বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তামোং প্রতিষ্ঠ ॥ ওঁ অনেন দীপেন ইত্যাদি ॥”

প্রশস্তিপাত্র—“ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা। সম্পদসি সম্পদে ত্বা,  
তেজোহসি তেজসে ত্বা ॥ ওঁ অনেন প্রশস্তিপাত্রেণ ইত্যাদি ॥”

মাসল্য সূত্র—“ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহনং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং  
স্বরিত্রামনাগমশ্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ওঁ অনেন মাসল্যসূত্রেণ ইত্যাদি ॥” মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক  
বিগ্রহের দক্ষিণ হস্তে অথবা বিগ্রহ না থাকিলে শালগ্রাম শিলায় গোবিন্দের দক্ষিণ হস্তোদ্দেশ্যে  
প্রদান করিবেন।

স্বীকৃতদোলোৎসব বিধি

এইরূপে উপরোক্ত ভাবে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত মন্ত্রে অধিবাস ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া ভূতশুদ্ধি প্রাণয়ামাদি ক্রিয়া করিবেন। এক্ষণে কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি করিবেন।

কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি—কৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধির প্রমাণ। যথা—

স্বকীয় হৃদয়ে ধ্যায়েৎ শ্রীকৃষ্ণচরণান্বজম্।

ভূতশুদ্ধিমিমাং প্রাপ্তঃ সৰ্বাগমবিশারদাঃ ॥

এই প্রমাণানুসারে আপন হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণপদ্ম ধ্যান করিলেই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভূতশুদ্ধি হয়। অতঃপর প্রাণায়াম করিবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে দেহে বামনাসা দ্বারা বায়ু পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। অতঃপর মধ্যমা অনামিকার দ্বারা বাম নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেন, অর্থাৎ কুন্তক করিবেন। একবার দক্ষিণ নাসাপুট ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মূলমন্ত্র (ক্লীং) দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিবেন, অর্থাৎ রেচক করিবেন। অতঃপর বিপরীত ক্রমে বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুটে মূলমন্ত্র (ক্লীং) ষোড়শবার জপ করিতে করিতে শ্বাস পূরণ অর্থাৎ পূরক করিবেন। উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং) চতুঃষষ্টিবার

দোলোৎসব-৩





নমঃ। (গুহ্যে)—ওঁ হনুভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। (পাদয়ো)—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। (সর্বাস্তে)  
—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।”

ঋষ্যাদিন্যাস—“অস্য শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রস্য নারদঋষির্বিরাট্চ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণোদেবতা ক্লীং বাদং স্বাহা  
শক্তিঃ দুর্গাদেবী কীলকং পুরুষার্থ সিদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ। (শিরসি)—নারদ ঋষয়ে নমঃ। (মুখে)—  
বিরাট্চ্ছন্দসে নমঃ। (হৃদি)—শ্রীগোবিন্দায় নমঃ। (গুহ্যে)—ক্লীং বাদায় নমঃ। (পাদয়ো)—স্বাহা  
শক্তয়ে নমঃ। (সর্বাস্তে)—মন্ত্রাধিষ্ঠাত্র্যে দুর্গায়ৈ নমঃ।”

পীঠন্যাস—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইক্রমে—“প্রকৃত্যৈ নমঃ। কৃষ্ণায়  
নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পৃথিব্যৈ নমঃ। কল্পবৃক্ষায় নমঃ। মণিবেদিকায়ৈ নমঃ। রত্নসিংহাসনায় নমঃ।  
ধর্ম্মায় নমঃ। জ্ঞানায় নমঃ। বৈরাগ্যায় নমঃ। ঐশ্বর্য্যায় নমঃ। অধর্ম্মায় নমঃ। অজ্ঞানায় নমঃ।  
অবৈরাগ্যায় নমঃ। অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ। অনন্তায় নমঃ। পং পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায়  
দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।  
সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। আং আত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং  
জ্ঞানাত্মনে নমঃ। বিমলায়ৈ নমঃ। উৎকর্ষিণ্যৈ নমঃ। জ্ঞানায় নমঃ। ক্রিয়ায়ৈ নমঃ। যোগায়ৈ নমঃ।



১) প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ। সত্যায়ৈ নমঃ। ঈশানায নমঃ। অনুগ্রহায়ৈ নমঃ। ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে সৰ্বভূতাত্মনে  
বাসুদেবায় সৰ্বাত্মনে সংযোগপীঠাত্মনে নমঃ।” এইক্রমে আদিত “ওঁ” এবং অন্তে “নমঃ” যোগ  
করিয়া পীঠন্যাস করিবেন। অতঃপর করান্যাস করিবেন।

অগ্ন্যাস—“ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লৈং কবচায়  
হং। ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।”

করন্যাস—“ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্।  
ওঁ ক্লৈং অনামিকাভ্যাং হং। ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।”  
অতঃপর উভয় হস্তের করতল দ্বারা “ক্লীং” মন্ত্রে সপ্তবার, পঞ্চবার, অথবা কম পক্ষে তিনবার  
ব্যাপকন্যাস করিয়া ধ্যান করিবেন।

গোবিন্দের ধ্যান—“ওঁ সমং প্রশান্তং সুমুখং দীর্ঘচাকুচতুর্ভুজম্।  
সুনাসং সুন্দর গ্রীবং সুকপোলং শুচিস্মিতম্॥  
সমানকর্ণ বিন্যস্তম্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্।  
হেমহারং ঘনশ্যামং শ্রীবৎসং শ্রীনিকেতনম্॥

শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বনমালা-বিভূষিতম্।  
 নূপুরৈর্বিবলসৎ পাদং কৌন্তুভপ্রভয়াযুতম্॥  
 দ্যুমৎকিরীটি-কটক কটিসূত্রাস্গদাযুতং॥  
 সর্বাঙ্গসুন্দরং হৃদ্যং প্রসাদসুমুখেন্ধনম্।  
 সুকুমারমভিধ্যায়েদ্ গোবিন্দং গোপ-পূজিতম্॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে পুষ্পটি নিজ মস্তকে দিয়া মানসোপচারে পূজা করিবেন।

মানসপূজা—মানসপূজা প্রমাণম্। যথা—

অকৃত্বা মানসং যাগং ন কুর্যাদ্বাহবচনম্॥—সনৎকুমার তন্ত্রম্।

অর্থাৎ মানস পূজা না করিয়া বাহ্য পূজা করিবেন না।

বিষ্ণু বিষয়ক মানস পূজায় হৃদয়ে বিষ্ণুর চিন্তা করিবেন। অনন্তর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তাহার মধ্যে “হ্রীং” এই বীজ মন্ত্র লিখিয়া

তদুপরি পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুম্ভায়

৫ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।” এইক্রমে পূজাপূর্বক “ওঁ ফট্” মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (শঙ্খ)



৪ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদিকাসহ মণ্ডলের উপর রাখিয়া পূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহিম্ণমণ্ডলায় নমঃ। ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্নে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্নে নমঃ।” এইরূপে পূজাপূর্বক “ক্লীং” মূলমন্ত্র দ্বারা শঙ্খপাত্র পূর্ণ করিয়া তদুপরি অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা তীর্থাবাহন করিবেন। যথা—“ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং কুরু।” এইরূপে শঙ্খজলে তীর্থাবাহন করিয়া গন্ধ-পুষ্প-দুর্বা ও আতপ তণ্ডুল দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদনপূর্বক অর্ঘ্যপাত্রে মূলমন্ত্রে ষড়ঙ্গপূজা করিবেন। যথা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লু শিখায়ৈ বযট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লে কবচায় হং নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ নমঃ।” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রে ষড়ঙ্গ পূজা করিয়া তদুপরি “ক্লীং” মূলমন্ত্র দশবার জপ করিয়া সেই জল প্রোক্ষণী পাত্রে কিঞ্চিৎ দিয়া সেই জল দ্বারা নিজেকে এবং পূজোপকরণসমূহ অভ্যক্ষণ করিবেন। অতঃপর গন্ধপুষ্প দ্বারা পীঠদেবতার পূজা করিবেন।

পীঠদেবতার পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ।” এইরূপে—“প্রকৃতৈ,

কৃষ্ণায়, অনন্তায়, পৃথিব্যে, ক্ষীরসমুদ্রায়, শ্বেতদ্বীপায়, মণিমণ্ডলায়, কল্পবৃক্ষায়, মণিবেদিকায়ৈ, রত্নসিংহাসনায়, ধর্মায়, জ্ঞানায়, বৈরাগ্যায়, ঐশ্বর্য্যায়, অধর্ম্মায়, অজ্ঞানায়, অবৈরাগ্যায়, অনৈশ্বর্য্যায়, অনন্তায়, পং পদ্মায়, অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে, উং সোমমণ্ডলায় বোড়শকলাত্মনে, মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে, সং সত্ত্বায়, রং রজসে, তং তমসে, আং আত্মনে, পং পরাত্মনে, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে, বিমলায়ৈ, উৎকর্ষিণ্যে, জ্ঞানায়ৈ, ক্রিয়ায়ৈ শেবায়ৈ, প্রজ্ঞায়ৈ, সত্ত্বায়ৈ, ঈশানায়ৈ, অনুগ্রহায়ৈ, ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে সর্বভূতাত্মনে বাসুদেবায় সর্বাত্মনে সংযোগপীঠাত্মনে নমঃ ॥” এইক্রমে আদিত “এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ” এবং অন্তে “নমঃ” সহযোগে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া পুনরায় পূর্ববৎ গোবিন্দের ধ্যান (পৃঃ-৩৬) করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।

মদনুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিम् ॥”

৯ “শ্রীভগবান গোবিন্দদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব,



ॐ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” এইরূপে আবাহন করিয়া ঘোড়শোপচারে শ্রীগোবিন্দের পূজা করিবেন।

প্রধান পূজা—প্রথমে কূর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ ধ্যান (পৃঃ-৩৬) করিয়া পুষ্পটি বিগ্রহের চরণে বা শালগ্রাম শিলায় অপর্ণ করিয়া সমস্ত উপচার অভ্যুক্ষণপূর্বক অর্চনা করিয়া প্রদান করিবেন।



রজতাসন—একটি পাত্রে রজতাসন রাখিয়া—“এতস্মৈ বৎ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া, “এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে উৎসর্গ করিয়া নিবেদন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ চরাচরমিদং সর্বং যত্র পূর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তুস্তুমেবেশ আসনং কল্পয়ামি তে॥ ইদং রজতাসনং ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

স্বাগতম্—“ওঁ শ্রীগোবিন্দ ইহ স্বাগতম্। ওঁ यस্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়েঃ। তস্মৈ তে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে॥ ওঁ কৃতার্থোহনুগৃহীতোহস্মি সফলং জীবিতং মম। আগতো

দেবদেবেশ সুস্বাগতমিদং বপুঃ ॥ ওঁ সুস্বাগতম্ ॥” এইরূপে সমস্ত উপচার অভ্যুক্ষণ ও শোধন করিয়া প্রদান করিবেন।

পাদ্যম্—পাদ্য জল লইয়া পূর্ববৎ প্রোক্ষণ ও অর্চনাপূর্বক—“এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণী। পুন্যতি তদ্ভবা গঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্ ॥ এতৎ পাদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

অর্ঘ্যম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥ ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিত্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতদ্ দদাম্যহম্ ॥ ইদমর্ঘ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।”

আচমনীয়ম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ আচান্ততীর্থরাজো বৈ যেনাগন্ত্যস্বরূপিণী। দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্। ইদমাচমনীয়কম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

মধুপর্কম্—যথাবিধি কাংস্যপাত্র, রৌপ্যপাত্র বা স্বর্ণপাত্রে মধু ও দধি সমপরিমাণে লইয়া পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“এষ মধুপর্কঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ সর্বকল্মষহীনায় ॐ পরিপূর্ণসুখাত্মনে। মধুপর্কমিমাং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে। এষ মধুপর্কঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”



৪২ পুনরাচমনীয়কম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনা করিয়া—“ইদং পুনরাচমনীয়কম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্যশুচির্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ। শুদ্ধিমাশ্রোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্। ইদং পুনরাচমনীয়কম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

স্নানীয়জলম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনাপূর্বক—“ইদং স্নানীয়জলম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ যঃ কোলরূপমাস্থায় প্রলয়ার্ণবপ্লুতাম্। উজ্জহার ধরামেতাং আপয়ামি তমন্তসা। ইদং স্নানীয়জলম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

বস্ত্রম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদং বস্ত্রম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ ব্রহ্মাণ্ডকোটয়ো যস্য বিশ্বরূপস্য সংবৃতিঃ। আচ্ছাদনায় সর্বেষাং প্রদদে বাসসী শুভে। ইদং বস্ত্রম্ ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

আভরণম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদমাভরণম্ (স্বর্ণাভরণ হইলে স্বর্ণাভরণম্। রজতাভরণ হইলে রজতাভরণম্) ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ স্বভাবসুন্দরাজায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে। ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়াম্যমরার্চিতঃ। ইদং স্বর্ণাভরণং (বা রজতাভরণং) ও ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ॥”

গন্ধঃ—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এষ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ যদঙ্গস্পর্শমকৃতঃ  
সঙ্গামলয়জদ্ভ্রমাঃ। সুগন্ধিরসসম্পন্নো তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্ ॥ এষ গন্ধঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

পুষ্পম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদং পুষ্পম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ  
তুরীয়বনসজ্জুতং নানাগুণমনোহরম্। আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্। ইদং পুষ্পম্ ওঁ ক্লীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

অতঃপর তুলসীপত্র দিবেন। মন্ত্র, যথা—“এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ নমস্তে বহুরূপার বিষ্ণবে  
পরমাত্মনে স্বাহা। এতৎ সচন্দন তুলসীপত্রম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

ধূপঃ—প্রজ্বলিত ধূপ লইয়া পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এষ ধূপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায়  
নমঃ। ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আদ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।  
এষ ধূপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

দীপম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এষ দীপঃ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ সুপ্রকাশো  
মহাদীপঃ সর্বতন্তিমিরাপহঃ। সবাহ্যভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্। এষ দীপঃ ওঁ ক্লীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

৐ নৈবেদ্যম্—পূর্ববৎ অভ্যক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এতন্নৈবেদ্যম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ



৪৪ সৎপাত্র-সিদ্ধসুহবিক্ৰিবিধানেকভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সৰ্বভূতপিতৃকরং পরম্। এতদ্রৈবেদ্যম্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

পানার্থজলম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“এতৎ পানার্থোদকম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায়  
নমঃ ॥”

আচমনীয়ম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদমাচমনীয়ম্ ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ  
আচান্তস্তীর্থরাজো বৈ যেনাগন্ত্যস্বরূপিণী। দেবায়াসুরনাশায় দদে আচমনীয়কম্। ইদমাচমনীয়কম্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ ॥”

তাম্বুলম্—পূর্ববৎ অভ্যুক্ষণ ও অর্চনান্তে—“ইদং তাম্বুলং ওঁ ক্লী গোবিন্দায় নমঃ। ওঁ দোষত্রয়  
হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলমিদমুত্তমম্। ইদং তাম্বুলম্ ওঁ ক্লীং  
গোবিন্দায় নমঃ ॥”

এইক্রমে সমস্ত উপচার নিবেদন করিয়া—“ওঁ ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ  
ক্লীং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লীং কবচায় হুং। ওঁ ক্লীং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লীং অস্ত্রায় ফট্।” মন্ত্রে  
অঙ্গন্যাস এবং “ওঁ ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লীং মধ্যমাভ্যাং বষট্।

ওঁ ক্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। ওঁ ক্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লুং করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্।” মন্ত্রে করন্যাস করিয়া “ওঁ ক্লীং” মন্ত্রে প্রাণায়াম পূর্বক যথাশক্তি “ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন।

জপ সমর্পণ—এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ ওহ্যাতিওহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাম্মদ কৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর ॥” মন্ত্র পাঠান্তে জলগণ্ডুষ গোবিন্দের দক্ষিণ হস্ত উদ্দেশ্যে দিবেন। অতঃপর প্রণাম করিবেন।

প্রণাম মন্ত্র— “ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।  
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥  
নমঃ কমলনেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে।  
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥”

অতঃপর ধ্যানান্তে ষোড়শোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

লক্ষ্মীর ধ্যান— “ওঁ পাশান্ধমালিকান্তোজ সৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।  
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য-মাতরম্ ॥



গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সৰ্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।

রৌক্যপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু ॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে—“এতৎ পাদ্যম্ ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।” এইক্রমে অর্ঘ্য প্রভৃতি দ্বারা যথাশক্ত্যুপচারে লক্ষ্মীর পূজা করিবেন।

পূজা মন্ত্র—

“ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।”

প্রণাম মন্ত্র—

“ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।

সৰ্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোহস্ত তে ॥

বন্দে বিষ্ণুপ্রিয়াং দেবীং দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী।

ক্ষীরোদপুত্রী কেশবকান্তা বিষ্ণুবন্ধঃবিলাসিনী ॥”

লক্ষ্মীর পূজা সমাপ্ত করিয়া আবরণ দেবতাগণের গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন।

আবরণ দেবতাগণের পূজা—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় নমঃ।” এইক্রমে—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ক্লীং গোপীজনবল্লভায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শঙ্খায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চক্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পদ্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীবৎসায়

নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালিন্দ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নাগজিত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চারুহাসিন্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রোহিণ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জাম্ববত্যা নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুক্মিণ্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সত্যভামায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রাধিকায়ৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অষ্টসখিভ্যঃ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কেশবাди দ্বাদশমূর্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সায়ুধবাহন পরিবারায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।” এইরূপে পূজা সমাপন পূর্বক হোম করিবেন।

## ॥ হোমবিধি ॥

স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত বিধান ক্রমে বহি স্থাপনাদি করিয়া করবীর সমিধ দ্বারা হোম করিবেন।

সঙ্কল্প—“বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি (ফাল্গুনে মাসি বা) অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ  
৪৭ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রঃ) শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ (বা দাসঃ) শ্রীবিষ্ণু



৪৮ শ্রীতিকামঃ অস্মিন্ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফল্লৎসব কন্মাসীভূত বহুৎসব কন্মণি  
ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহেতি মন্ত্রকরণকাষ্টোত্তর  
শতসংখ্যক (অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বা) সাজ্য করবীর পুষ্প সমিদ্ধিহোমমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—  
করিষ্যামি)।

শ্রীশ্রীদোলোৎসব বিধি

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—“এতস্মৈ বং সাজ্য করবীর সমিদ্ভ্যো  
নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে সাজ্য করবীর সমিদ্ভ্যো নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া একটি  
করবীর সমিধ ঘৃতযুক্ত করিয়া—“ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করিবেন।

এইক্রমে সমিধ দ্বারা হোম সমাপ্ত করিয়া ঘৃত সহযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন।  
যথা—

“ওঁ কুশ্মাণ্ডহতিরাতয়ো রেতা মাং সমৃদ্ধয়ে। অগ্নিন্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥১ ॥”

৯৯ প্রীতিকামঃ অস্মিন্ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক ফল্লৎসব কৰ্ম্মাসীভূত বহুৎসব কৰ্ম্মাণি  
ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্ সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্ স্বাহেতি মন্ত্রকরণকাষ্টোত্তর  
শতসংখ্যক (অষ্টাবিংশতি সংখ্যক বা) সাজ্য করবীর পুষ্প সমিদ্ধিহোমমহং করিষ্যে।” (পরার্থে—  
করিষ্যামি)।

শ্রীদোলোৎসব বিধি

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমিধের অর্চনা করিবেন। যথা—“এতস্মৈ বং সাজ্য করবীর সমিদ্ধ্যো  
নমঃ।” মন্ত্রে তিনবার অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে সাজ্য করবীর সমিদ্ধ্যো নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষগবে নমঃ।” মন্ত্রে  
গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া একটি  
করবীর সমিধ ঘৃতযুক্ত করিয়া—“ওঁ তদ্বিষেগঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীৰ চক্ষুরাততম্  
ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় স্বাহা।” মন্ত্রে হোম করিবেন।

এইক্রমে সমিধ দ্বারা হোম সমাপ্ত করিয়া ঘৃত সহযোগে নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করিবেন।  
যথা—

“ওঁ কুশ্মাণ্ডহতিরাতয়ো রেতা মাং সমৃদ্ধয়ে। অগ্নিৰ্ম্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥১ ॥”



“ওঁ যদেবা দেবহেলনং দেবালশচকৃমা বয়ং। বায়ুর্মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥২॥”

“ওঁ যদি দিবা যদি নক্তমেনাংসি চকৃমা বয়ং। সূর্যো মা তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥৩॥”

“ওঁ যে দেবা দেব ঈহতে তস্মাৎ ত্বং দেবঃ এষঃ। বৃহস্পতিত্বাং তস্মাদেনসো বিশ্বান্ মুঞ্চত্বং হসঃ  
স্বাহা ॥৪॥”

অতঃপর বিল্লপত্র দ্বারা—“শ্রীং লক্ষ্মীদেবো স্বাহা।” এবং ঘৃত দ্বারা—“আবরণ দেবতাভ্যো  
স্বাহা।” ইত্যাদি মন্ত্রে হোম সমাপনান্তে পূর্বদিকে পূর্বস্থাপিত বাঁশের প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত বেড়ার  
ঘরের নিকটে গিয়া বহুৎসব কৰ্ম করিবেন।

বহুৎসব বিধি—বেড়ার ঘরের নিকট গমন করিয়া নারায়ণকে (রাধাগোবিন্দকে) স্থাপন  
করিবেন। গৃহের মধ্যে পূর্ব হইতে জীবন্ত মেষ, বা পিষ্টক নির্মিত মেষ অথবা ক্ষীর নির্মিত মেষ  
স্থাপন করিবেন। তৎপরে আচমনাদি করিয়া স্বস্তিবাচন করিবেন। যথা—“কর্তব্যেহস্মিন্  
শ্রীরাধাগোবিন্দস্য ফল্লৎসব কৰ্ম্মাঙ্গীভূত বহুৎসব কৰ্ম্মাণি।” ইত্যাদি। অতঃপর স্ব স্ব বেদোক্ত বা

৫ যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠপূর্বক সঙ্কল্প করিবেন।

দোলোৎসব-৪

যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীরাধাগোবিন্দ প্রীতিকামঃ ফল্লৎসব কৰ্ম্মাসীভূত মেঘমন্দিরদাহনপূর্বক বহুৎসব কৰ্ম্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর স্ববেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠান্তে যথাশক্তি উপচারে—“ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে পূজাপূর্বক কুশোদকে সেই ঘর প্রোক্ষণপূর্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করতঃ সেই ঘরে অগ্নি সংযোগ করিবেন। যথা—

“ওঁ বিষ্ণুরুদ্রসমুদ্ভূত মহাসন হতাশন।

মেঘমন্দির দাহেহত্র সমুদ্ভূতশিখো ভব॥

প্রদক্ষিণেন ধাবন্তং কৌতুকাৎ সহ বিষ্ণুনা।

প্রদক্ষিণং দক্ষিণাঙ্গে কুরু কৃষ্ণ বিশেষতঃ॥”

অতঃপর নৃত্য-গীতাদি সহকারে গোবিন্দকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া স্বন্ধে লইয়া, সেই গৃহকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইবেন। অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবেন।



অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণ ফল্লুৎসব কৰ্ম্মাসীভূত  
বহুৎসব কৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্ত্র।”

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণ হস্তে এক গণ্ডুষ জল গ্রহণ করিয়া—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্  
গোবিন্দস্য অধিবাস-দোলারোহণ-ফল্লুৎসব-কৰ্ম্মাসীভূত বহুৎসব কৰ্ম্মাণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং  
তদদোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণ মহং করিষ্যে ॥” মন্ত্র পাঠপূৰ্ব্বক জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার—  
“ওঁ বিষ্ণু” মন্ত্র জপ করিবেন। তৎপরে ভগবান গোবিন্দকে দোলমধ্যে আনিয়া দোলাইবার উপযুক্ত  
পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তদুপরি শয়ন করাইয়া গীত-বাদ্যাди ও নামসংকীৰ্ত্তন দ্বারা  
রাত্রি যাপন করিবেন।

—ইতি অধিবাস ও বহুৎসব সমাপ্ত—

## ॥ দেবদোল ॥

বহুৎসবের পরদিন অরুণোদয়ের পূৰ্বে শৌচাদি ক্রিয়া এবং স্নানাди সমাপনান্তে প্রাতঃসঙ্ক্যাди  
সমাপ্ত করিবেন। তৎপরে শ্রীগোবিন্দকে ঘৃত এবং সুগন্ধাদি শীতল জলে স্নান করাইয়া বেশভূষা

৫ দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মণ্ডপের চতুঃপার্শ্বে একবিংশতিবার অর্থাৎ একশবার প্রদক্ষিণ করাইয়া বেদিকার উপর স্থাপন করিবেন।

অতঃপর আসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করিবেন। যথা—গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তে মাষমগ্ন পরিমাণ জল গণ্ডুষ লইয়া তিনবার পান করিবেন এবং তিনবার বলিবেন “ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥” অতঃপর বিষ্ণুস্মরণ করিবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করজোড়ে পাঠ করিবেন। যথা—“ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্, সদাপশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীষ চক্ষুরাততম্। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্বৈ সর্বকার্যেষু মাধবম্ ॥ শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ, শ্রীমাধবঃ। ওঁ সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যং বরণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্যং সর্বকর্মাণি কারয়েৎ ॥ ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ॥” অতঃপর স্বস্তিবাচন করিবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপ তণ্ডুল লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক পাঠ করিবেন। যথা—

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফল্লুৎসব কৰ্ম্মণি,



ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত। ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্ ॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফল্লৎসব কন্মণি, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রহ্মন্ত। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ॥”

“ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্ গণেশাদি পূজাপূর্বক শ্রীগোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বকং ফল্লৎসব কন্মণি, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রহ্মন্ত। ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্ ॥”

অতঃপর তাম্রপাত্রের (কুশীর) আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিতে করিতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্ব স্ব বেদোক্ত বা যজমানের বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত (পৃঃ-৮) পাঠ করিবেন।

অতঃপর সাক্ষ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন।

সাক্ষ্যমন্ত্র—করযোড়ে পাঠ্য। যথা—“ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যোভূতান্যহঃ ক্ষপা। পবনোদিকপতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মাং শাসনমাস্ত্রায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্ ॥”

২ অনন্তর সঙ্কল্প করিবেন।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) তিল, কুশত্রি পত্র, হরীতকী, তুলসী, আতপ তণ্ডুল, জল ও পুষ্পাদি লইয়া বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য ফাল্গুনে মাসি (বা অমুকে মাসি) পৌর্ণমাস্যান্তিথৌ (অমুক তিথৌ বা) অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য) শ্রীঅমুকস্য শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ যথোক্ত বিধিনা শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্ব্বক ফল্লৎসব কন্মাহং করিষ্যে।” (পরার্থে—করিষ্যামি)।

অতঃপর অধিবাস ক্রিয়া পদ্ধতি বিধানে স্ব স্ব বেদোক্ত মন্ত্রে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। (পৃঃ-১০)। অনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপনাদি সমস্ত কার্য পূর্ব্বোক্তরূপে সমাধা করিয়া অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করিবেন।

অঙ্গন্যাস—“ওঁ ক্লাং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ক্লীং শিরসে স্বাহা। ওঁ ক্লুং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ক্লেং কবচায় হ্রং। ওঁ ক্লৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥”

করন্যাস—“ওঁ ক্লাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ক্লীং তজ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ ক্লুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ ক্লেং অনামিকাভ্যাং হ্রং। ওঁ ক্লৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ ক্লঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ॥”  
অতঃপর ব্যাপক ন্যাস করিবেন।



ব্যাপকন্যাস—“ক্লীং” মন্ত্রে সাতবার, পাঁচবার অথবা কমপক্ষে তিনবার ব্যাপকন্যাস করিয়া কূর্মমূদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবেন।

গোবিন্দের ধ্যান— “ওঁ রত্নমুক্তাহারভার সদাশোভিতবন্ধম্।  
 অনর্ঘ্যরত্নঘটিতং কুণ্ডলোদ্ভাসিতশ্রগতিম্ ॥  
 যথাস্থানং যথাশোভং দিব্যালঙ্কাররঞ্জিতম্।  
 বিকচাম্বুজমধ্যস্থং বিশ্বধাত্র্যা শ্রিয়াযুতম্ ॥  
 শঙ্খচক্রগদাপদধারিণং বনমালিনম্।  
 সুপ্রসন্নং সুনাসঞ্চ পীনবন্ধঃস্থলোজ্জ্বলম্ ॥  
 পুরাব্যোমস্থিতৈর্দেবৈর্ব্রহ্মাদৈশ্চৈব কিন্নরৈঃ।  
 কৃতাঞ্জলিপুটেভক্ত্যা জয়শব্দৈরভিস্তুতম্ ॥  
 গন্ধর্বৈরঙ্গরোভিশ্চ কিন্নরৈঃ সিদ্ধচারণৈঃ।  
 হাহা হুহু প্রভৃতিভিঃ সত্বরং দিব্যগায়নৈঃ ॥  
 অহং পূর্ব্বিকয়া নৃত্যগীতবাদিত্রকাদিভিঃ।  
 নেত্রাম্বুজসহশ্ৰৈস্তু পূজ্যমানং মুদাম্বিতৈঃ ॥

বিকিরন্তিঃ সৰ্বদিন্ধু গন্ধচন্দনজং রজঃ।

উপবিষ্টাথ গোবিন্দং পূজয়েৎ ত্রিরূপায়নৈঃ॥

বল্লবীবৃন্দমধ্যস্থঃ কদম্বতরুমূলকে।

হাবহাস্যবিলাসৈশ্চ ত্রীড়মানং বনান্তরে।

গোপীভিত্তৈশ্চৈব গোপালৈর্লীলাদোলিতযানগম্॥

এইরূপে ধ্যানপূর্বক মানসোপচারে পূজা করিয়া বিশেষার্থ্য স্থাপনপূর্বক অধিবাস বিধি অনুসারে গীঠদেবতার পূজা (পৃঃ-৩৮) করিয়া পুনর্ধ্যানান্তে মন্ত্র পাঠ সহকারে আবাহন করিবেন। যথা—

“আগচ্ছ পরমানন্দ জগদ্ব্যাপিন্ জগন্ময়।

মমানুগ্রহায় দেবেশ মণ্ডলে কুরু সন্নিধিम्॥”

“শ্রীভগবদ্ গোবিন্দদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।” মন্ত্রে আবাহনপূর্বক ষোড়শোপচারে শ্রীগোবিন্দের অধিবাস বিধি অনুসারে পূজা করিবেন। যথা—(পৃঃ-৪০) দেখুন। এইরূপে পূজান্তে প্রণাম করিবেন। যথা—



“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

অতঃপর লক্ষ্মীর ধ্যানান্তে “ওঁ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ।” মন্ত্রে লক্ষ্মীর ঘোড়শোপচারে বা যথাসাধ্য উপচারে পূজা করিয়া আবরণ দেবতাগণের পূজা করিবেন (পৃঃ-৪৬)। অতঃপর আরত্রিক করিয়া ফল্গুচূর্ণ প্রদান করিবেন।

ফল্গুচূর্ণ (আবীর) দান—“এতস্মৈ ফল্গুচূর্ণায় নমঃ।” মন্ত্র তিনবার বলিয়া তিনবার কুশোদকে অভ্যক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ফল্গুচূর্ণায় নমঃ।” মন্ত্রে উহাতে গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপত্যে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।” মন্ত্রে শালগ্রাম শিলায় গন্ধপুষ্প দিয়া—“এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় নমঃ।” মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিয়া দেবতার অঙ্গে ফল্গুচূর্ণ (আবীর) প্রদান করিবেন। মন্ত্র, যথা—

“ফল্গুত্বং সর্বদেবানাং শিরোধার্যোহপি সর্বদা।

হরেঃ প্রীতিস্ত্বয়া কার্য্যা নমস্তেহরুণতেজসে॥

দামোদরং হৃষীকেশং লক্ষ্মীকান্ত জগৎপতে।

গোবিন্দ দোলয়ামি ত্বাং সুপ্রীতো ভব কেশব॥

নারায়ণং জগন্নাথং বৈকুণ্ঠং পুরুষোত্তমম্।  
 লীলয়া খেলয়া দেবং গোপীভিঃ পরিবারিতম্॥  
 গোপীভির্বেষ্টিতো নাথঃ খেলয়ৎ পরমেশ্বরম্।  
 লোকযাত্রোহিতার্থায় ফল্লুদানং করোম্যহম্॥  
 ফল্লুং গৃহাণ দেবেশ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।  
 শোভার্থং তে শরীরস্য স্বেচ্ছয়া চাত্র দোলয়ে॥  
 পুরা দেবাসুরে যুদ্ধ ব্রহ্মণা নির্মিতং স্বয়ম্।  
 অসুরাণাং বিনাশায় গৃহু ফল্লুং সুরোত্তম॥  
 কল্যাণং কুরু মে দেব গৃহাণ ফল্লুমুত্তমম্।  
 তৎপ্রসাদাজ্জগন্নাথ তব পূজাং করোম্যহম্॥  
 জগন্নাথচ্যুতানন্ত জগদানন্দবর্দ্ধকঃ।  
 ফল্লুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥  
 জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় চাণূরসূদনঃ।  
 ফল্লুক্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥



জয় গোপীমুখান্তোজ-মধুপানমত্ত-মধুরত।  
ফল্লত্রীড়াভিরেতাভিস্ত্রাহি মাং ভবসাগরাৎ॥  
জয় দেব দিনেশান রজনীশ বিলোচন।  
নিরাকার নিরাভাস নিগুণং ত্রাহি মাং প্রভো॥”

প্রার্থনা মন্ত্র শেষ করিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া সপ্তবার অল্প অল্প দোলা দিবেন।  
অতঃপর সূর্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে সঙ্গবকালে সামান্যার্ঘ্য এবং ন্যাসাদি ক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক  
ধ্যান করিবেন। যথা—

গোবিন্দের ধ্যান— “ওঁ ফুল্লেন্দী বরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং।  
শ্রীবৎসাক্ষমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥  
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিত তনুং গো-গোপসংঘাবৃতম্।  
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষণং ভজে॥”

এইরূপে ধ্যানান্তে— “ওঁ ক্লীং গোবিন্দায় নমঃ।” এবং “ওঁ শ্রীং লক্ষ্মী নমঃ।” মন্ত্রে  
ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে গোবিন্দের ও লক্ষ্মীর পূজা করিয়া সপ্তবার দোলা দিবেন।

৫ অতঃপর মধ্যাহ্নকালে বিগ্রহকে দোলা হইতে অবতরণ করাইয়া— “ফুল্লেন্দী বরকান্তি”

১ ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যানান্তে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া অভিষেক বিধি অনুসারে অভিষেক করিয়া পরে বিশেষ পূজাদি সমাপন করিবেন।

বিগ্রহকে স্নান করাইবার পর দ্ব্যুত শুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা দেবতার অঙ্গের জল মোচনপূর্বক নানাবিধ বেশভূষায় সুসজ্জিত করিয়া গোবিন্দ ও লক্ষ্মীর পুনর্ধ্যানান্তে সাধ্যমত উপচারে পূজা করিবেন। পরে অন্ন-ব্যাঞ্জনাদি ভোগসমূহ নিবেদন করিয়া আরত্রিকাদি সমাপনপূর্বক বিষ্ণুর দ্বাদশনাম স্তোত্র ও প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি কার্য করিবেন।

## বিষ্ণুর দ্বাদশনাম স্তোত্রম্

ওঁ অনঘং কমলং শৌরীং বৈকুণ্ঠং পুরষোত্তমম্।

বাসুদেবং হৃষীকেশং মাধবং মধুসূদনং ॥

দামোদরং পদ্মনাভং কেশবং গরুড়ধ্বজং।

গোবিন্দমচ্যুতং শ্রীকৃষ্ণং মনন্তমপরাজিতম্ ॥

অধোক্ষজং জগন্নাথং শ্রীকৃষ্ণং শ্রীধরং হরিম্।



প্রপদ্যেহং সদা দেবং সর্বকামার্থ সিদ্ধয়ে।  
প্রণমামি সদা দেবং বাসুদেবং জগৎপতিম্॥

## প্রার্থনা মন্ত্র

ত্ৰাহি মাং সৰ্বলোকেশ হৰে সংসারসাগরাৎ।  
ত্ৰাহি মাং সৰ্বপাপঘ্ন দুঃখ-শোকাৰ্ণবাৎ প্রভো ॥  
সৰ্বলোকেশ্বৰ ত্ৰাহি পতিতং মাং ভবাৰ্ণবে।  
দেবকীনন্দন শ্ৰীশঃ হৰে সংসারসাগরাৎ ॥  
ত্ৰাহি মাং সৰ্বপাপঘ্ন দুঃখ-শোকাৰ্ণবাক্ষরে।  
দুৰ্গত্বাৎ তাররসে বিযেগা যে স্মরতি স কৃৎ স কৃৎ ॥  
সোহহং দেবাতিদুৰ্ভুত্ৱাহি মাং শোকসাগরাৎ।  
পুঙ্করান্ধ নিমগ্নোহং মায়া-বিজ্ঞান-সাগরে ॥  
ত্ৰাহি মাং দেবদেবেশ ত্বন্তো নান্যেহস্তি রক্ষকঃ।

যাছান্যে যচ্চ কৌমারে বার্ককে যচ্চ যৌবনে।

তৎ পুণ্যং বৃদ্ধিমাশ্নোতি পাপং হর হলায়ুধ ॥

অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন।

দক্ষিণান্ত—একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রাখিয়া—“এতস্মৈ বৎ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায়, হরীতকী ফলায় বা) নমঃ” এই মন্ত্রে তিনবার কুশোদকে অভ্যুক্ষণ করিয়া—“এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় (রজত খণ্ডায়, হরীতকী ফলায় বা) নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় নমঃ।” এইরূপে অর্চনাদি করিয়া উৎসর্গ বাক্য পাঠান্তে উৎসর্গ করিবেন। যথা—“বিষ্ণুরোম্ তৎসদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা (পরার্থে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকস্য) শ্রীভগবদ্ গোবিন্দ শ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দ দোলারোহণপূর্বক ফল্লুৎসব কর্ম্মাসীভূত অধিবাস-ফল্লুৎসব, বহুৎসবাদি কর্ম্মণঃ সাস্ত্যার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং (রজত খণ্ডং, হরীতকী ফলং বা) শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।” (পরার্থে—দদানি)।



অতঃপর এইরূপে ব্রাহ্মণের দক্ষিণাদির অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণান্ত করিবেন। মন্ত্র সমস্ত একই প্রকার। শুধুমাত্র 'শ্রীভগবদ্ গোবিন্দায়' স্থলে 'যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে' (পরার্থে—দদানি)।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক বহুৎসব কৰ্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।”

বৈগুণ্য সমাধান—দক্ষিণ হস্তে জল গণ্ডুষ লইয়া—“ওঁ কৃতৈতৎ শ্রীভগবদ্ গোবিন্দস্য দোলারোহণপূর্বক বহুৎসব কার্যাদিভূত সৰ্ব কৰ্ম্মাণি যদ্যদ বৈগুণ্যং জাতং তদ্যোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।” মন্ত্র পাঠান্তে জল গণ্ডুষ ত্যাগ করিয়া দশবার—“ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ” মন্ত্র জপ করিবেন।

—ইতি দোলোৎসব বিধি সমাপ্ত—

## ॥ ফর্দ্দমালা ॥

সিদ্ধি, সিন্দুর, তিল, হরিতকী, বরণডালা, শ্রী, মাঘকলাই, শ্বেতসরিষা, বিষ্ণুর জোড়, মণ্ডপসজ্জার দ্রব্যাদি, পতাকা ও কলাগাছ। পুষ্পমাল্যাди, আবীর, ধূপ, কর্পূর, প্রদীপ, পুষ্প, তুলসী, দুর্বা, বিষ্ণুপত্র, সাদাসূতা, বাঁশ, খড়, লতাপাতা, পিষ্টক নির্মিত বা জীবন্ত অথবা ক্ষীর নির্মিত মেঘ-১, আসন অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক বাটি-১, মধু, গব্যঘৃত, দধি, দুগ্ধ, নৈবেদ্য-২, কুচা নৈবেদ্য-১, উপকরণাদি, ছানা-মাখন, শ্রীগোবিন্দের বস্ত্র-১, লক্ষ্মীর শাড়ী-১, শ্রীগোবিন্দের সাজসজ্জা, ভোগের দ্রব্যাদি, পান, সুপারী, বালি, কাষ্ঠ, খোড়কে, হোমের বস্ত্রখণ্ড, করবীর সমধি, অভাবে উড়ুস্বর সমধি, গন্ধদ্রব্য, প্রদীপ, আরতির দ্রব্য, দ্বারঘট-২, আশ্রপল্লব-২, সশীষ ডাব-২, প্রতিমা থাকিলে বা নির্মিত প্রতিমাস্থলে তাঁহার দ্রব্যাদি। প্রয়োজনানুসারে পুরোহিতগণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া লইবেন।